দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 29 DEC 1988

পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৪

064

এসএসসি পরীক্ষার জন্য অতিরিক্ত ফিস আদায়ের অভিযোগ

ঝিনাইদহ, ২৬শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।--ঝিনাইদহ শহরের প্রায় সবগুলো উচ্চ বিদ্যালয়ই আগামী মে-তে অনুষ্ঠেয় এস এস সি পরীক্ষার জন্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফিস আদায় করেছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, শহরের ১০টির মধ্যে ৮টি বিদ্যালয়েই ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বোর্ডের নির্ধারিত ফিস থেকে কয়েকগুণ বেশী টাকা আদায় করা হয়েছে।

যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে চলতি বছরের এস এস সি পরীক্ষায় বোর্ডের নির্ধারিত মাথাপিছু ফিস হচ্ছে মানবিক বিভাগে ২৯৪/-টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৩২৬/- টাকা, সেখানে শহরের বিদ্যালয়গুলো প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করেছে। ঝিনাইদহ শহরে ১০টি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং ঝিনাইদহ সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় বোর্ডের নির্ধারিত ফিস আদায় করেছে। অন্য ৮টি উচ্চ বিদ্যালয়ই অতিরিক্ত ফিস আদায় করেছে। এর মধ্যে ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী উচ্চ বিদ্যালয়ের ফিস আদায়ের পরিমাণ সর্বাধিক। এখানে মানবিক ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীর কাছ থেকে মাথাপিছু গড়ে ৯৬১/- টাকা আদায় করা হয়েছে। অন্য ৭টি বিদ্যালয়ের ফিস আদায়ের পরিমাণ হচ্ছে কাঞ্চননগর উচ্চ বিদ্যালয় মানবিক বিভাগে ৮৪২/- টাকা এবং বিজ্ঞান বিভাগে ৯০০/- টাকা, ঝিনাইদহ নিউ একাডেমী ৮১৫/- ও ৮৪৭/- টাকা, শহীদ স্মৃতি বিদ্যাপীঠ ৮৪০/- ও ৮৭০/- টাকা, ফজের আলী বালিকা বিদ্যালয় ৭৯১/- ও ৮২৩/- টাকা, সাবু-পতিরাম উচ্চ বিদ্যালয় ৬২০/- ও ৬৭০/- টাকা, শিশুকুঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয় ৫০৯/- ও ৫৫৫/- টাকা এবং মধুপুর উচ্চ বিদ্যালয় ৮৬২/- ও ৯০০/- টাকা।

কেবল ঝিনাইদহ শহর নয়, জেলার ছ'টি উপজেলা থেকেও একই অভিযোগ পাওয়া গেছে। উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যালয়-গুলোতে ও বোর্ডের নির্ধারিত ফিস থেকে অধিকহারে খেয়াল-খুশীমত ফিস আদায় করা হয়েছে। ফিসের নামে আদায়কৃত অতিরিক্ত এ টাকার কোন রসিদ দেয়া হয়নি। আদায়কৃত এ টাকা শিক্ষকরা ভাগ-বাটোয়ারা করে নিয়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

কয়েক বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যানদের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বলেন, এটি শিক্ষকদের ব্যাপার। পরিচালনা কমিটির করণীয় কিছু নেই।

শিক্ষকদের যুক্তি হচ্ছে, অতিরিক্ত ক্লাস নিয়ে পরীক্ষার জন্যে তৈরী করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই অতিরিক্ত ফিস নেয়া হয়।

উল্লেখ্য, ছেলেমেয়েদের ফিসের টাকার যোগান দিতে গিয়ে গরীব অভিভাবকদের গরু-ছাগল, ক্ষেত্র বিশেষে জমি পর্যন্ত বেচতে হয়।